তথ্য ও যোগাযোগ

- প্রচারমূলক বার্তা (Promotional message) বা উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে প্রচলিত জেন্ডারভূমিকার পরিবর্তে নারী-পুরুষের মধ্যে পরিবর্তনযোগ্য যেসব জেন্ডারভূমিকা রয়েছে, তার উপর বিশেষ আলোকপাত করার জন্য ইতিবাচক বার্তা (Positive message) অলঙ্করণ (Illsutration) বা উপস্থাপন করবে

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- অবলোকনপ্রক্রিয়ায় এবং এ সম্পর্কিত পরবর্তী পদক্ষেপসমূহে নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ, ফলাফল ও পরিবর্তন যাচাইয়ে জেন্ডারসংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা
- ব্র্যাকের মূল কর্মসূচিসমূহের সকল গবেষণা প্রতিবেদন ও মূল্যায়নে জেন্ডার ইস্যুর উপর আলোকপাত করা

জেন্ডারনীতিমালা বাস্তবায়নে ভূমিকা, দায়বদ্ধতা

জেন্ডারনীতিমালার সফল বাস্তবায়নের দায়িত্ব ব্র্যাকের সকল কর্মসূচি, প্রকল্প ও বিভাগের প্রত্যেক কর্মীর এবং এব্যাপারে প্রত্যেকেই দায়বদ্ধ থাকবে। ব্যবস্থাপক পর্যায় থেকে কর্মসূচির মূলধারায় জেন্ডার সম্পৃক্তকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ব্র্যাক জেন্ডারনীতিমালার আলোকে গৃহীত ব্র্যাক জেন্ডার লক্ষ্যসমূহ (২০১৬-২০২০):

কর্মসূচি পর্যায়ের লক্ষ্য	সংগঠন পর্যায়ের লক্ষ্য
১. নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ব্র্যাকের সকল কর্মসূচি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে টার্গেট: বর্তমান অবস্থার চেয়ে সহিংসতার ঘটনা অন্ততঃ ২৫% কমবে	১. সংগঠনে অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত উন্নয়ন, পেশাগত অগ্রগতি ও অবদান রাখার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকর্মীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা টার্গেট: মধ্যম স্তরে নারীকর্মীর সংখ্যা ৩০% বৃদ্ধি করা এবং নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে ৪০% নিশ্চিত করা
২. নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে ব্র্যাকের সকল উদ্যোগে পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা টার্গেট: নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সকল কার্যক্রম ও প্ল্যাটফর্মে পুরুষ ও কিশোরদের সম্পৃক্তকরণ	২. সংগঠনের সকল কার্যালয়ে সহিংসতামুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা টার্গেট: কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ে ৬০% কর্মীর ধারণা বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানের চেয়ে ৫০% ঘটনা হ্রাস পাবে

brac

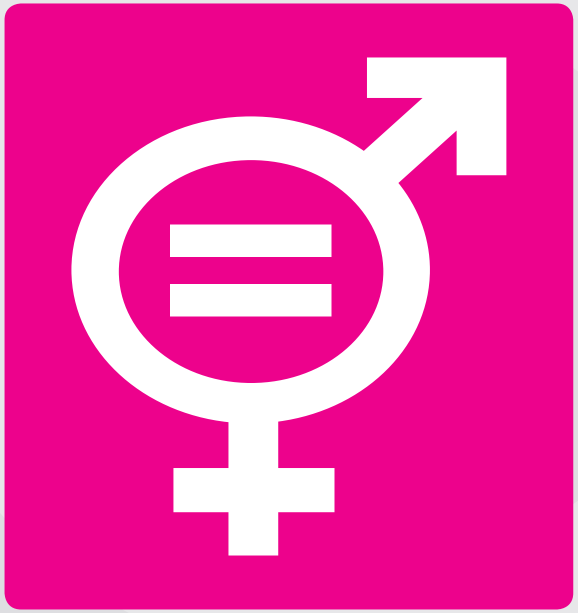

ব্র্যাক জেন্ডারনীতিমালা (সংক্ষিপ্ত)

জেন্ডারসমতার লক্ষ্যে: মূলধারায় জেন্ডার সম্পৃক্তকরণ

ব্র্যাক জেন্ডারনীতিমালা বিষয়ে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন স্যার ফজলে হাসান আবেদ-এর কথা

"জেন্ডারসমতা একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। তাই এই সমতা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের আন্তরিক অঙ্গীকার এবং সমস্ত কর্মকাণ্ডে জেন্ডার-পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্র্যাকের সকল কর্মী জেন্ডারনীতিমালা বাস্তবায়নে তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করবেন।

আমি বিশ্বাস করি, এই নীতিমালার জেন্ডার অন্তর্ভুক্তির বিশেষ দিকগুলো সকলকর্মীর জন্য খুবই সহায়ক এবং কার্যকর হবে। আশাকরি, এই নীতিমালা ব্র্যাকের সকলকর্মীকে আরও জেন্ডারসংবেদী হতে সাহায্য করবে; তাদের সকল কাজের মধ্য দিয়ে জেন্ডারসমতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে এবং জেন্ডারবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করবে।"

স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি

ব্র্যাক জেন্ডারনীতিমালা

১৯৭২ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকেই ব্র্যাক নারীর ক্ষমতায়নকে অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে রেখে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কারণ ব্র্যাক মনে করে যে, সর্বক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা, বিচরণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সম্পদে অংশগ্রহণ সীমিত এবং পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই অসমতা দেশ ও সমাজের উন্নয়নে অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক এবং এর পরিবর্তনে কার্যকর ও সচেতন উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। এই লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ব্র্যাক জেন্ডার নীতিমালা গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে ২০০৭ সালে তা পরিমার্জন করা হয়।

জেন্ডারনীতিমালার লক্ষ্য

ব্র্যাকের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেন্ডারসংবেদী হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে জেন্ডারসমতা প্রতিষ্ঠা করা ও সকল কর্মসূচি, উদ্যোগ ও গবেষণায় নারী ও পুরুষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সমানভাবে রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

জেন্ডারনীতিমালায় প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকার

- সর্বস্তরে জেন্ডার নীতিমালার প্রয়োগ নিশ্চিত করা
- ব্র্যাকের নীতিমালা ও কার্যপ্রণালি জেন্ডার সমতার আলোকে সংশোধিত ও পরিবর্তন করা
- ২০২০ সালের মধ্যে নারীকর্মীর বর্তমান হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করা
- এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীদের নিয়োগদান ও সম্ভাবনাময় নারীকর্মীদের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে নারী ও পুরুষের সমান প্রতিনিধিত্বে প্যানেল গঠন করা এবং প্রার্থীর জ্ঞান, ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করার জন্য জেন্ডারবিষয়ক প্রশ্ন করা
- কর্মী উন্নয়ন তহবিলের অন্তত ৩০% নারীকর্মীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ব্যয় করা

কর্মী সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

- কর্মী দক্ষতাবৃদ্ধি ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের লক্ষ্যে জেন্ডার সচেতনতা ও জেন্ডারবিশ্লেষণমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা
- জেন্ডার সংবেদনশীল ও সহায়ক কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলপর্যায়ে কর্মশালা ও সংলাপের আয়োজন করা
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য নিরসনে মুক্ত আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি

- কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিমুক্ত নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিটি কর্মসূচি ও বিভাগ যৌন হয়রানি নির্মূলকরণ নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা এবং এ ব্যাপারে কর্মীদের সচেতনতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া
- নারীকর্মীদের বিশেষ প্রয়োজন–যেমন মাতৃত্বকালীন ছুটি, গর্ভাবস্থা, প্রসবপরবর্তী ও স্তন্যদানের সময় গৃহিত সহায়ক নিয়ম-কানুন এবং ভ্রমণের সময় ও কর্মঘণ্টা বিবেচনা করা
- পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীসহ সামাজিক বৈষম্যের শিকার অন্যান্য গোষ্ঠীর চাহিদাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া
- পিতৃত্বকালীন ছুটির উদ্দেশ্যের ব্যাপারে পুরুষকর্মীদের সচেতন করে তোলা এবং সেসব উদ্দেশ্য অনুসরণে উৎসাহ দেওয়া

দায়বদ্ধতা

- সকল বিভাগ ও কর্মসূচিতে জেন্ডার নীতিমালার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জেন্ডার পলিসি মনিটরিং প্রক্রিয়া গড়ে তোলা
- জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীর কর্মবিবরণীতে বিশেষ কাজ অন্তর্ভুক্ত করা, যা বাৎসরিক কর্মীমূল্যায়নের সময় মূল্যায়ন করা

জেন্ডারনীতিমালায় কর্মসূচিসংক্রান্ত পদক্ষেপ

কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

সংস্থার সকল কর্মসূচি ও প্রকল্প যাতে জেন্ডারসমতা অর্জনে অবদান রাখতে পারে তা নিশ্চিত করতে ব্র্যাক নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেবে:

- পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত জেন্ডারসমতা অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রচলিত বৈষম্য ও প্রথাগত ভূমিকার ইতিবাচক পরিবর্তনকে তুলে ধরে বার্তা ও যোগাযোগ উপকরণ তৈরি ও বিতরণ করা
- কর্মসূচিতে জেন্ডার ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে জেন্ডার বিশ্লেষণ কাঠামো এবং চেকলিস্ট তৈরি করা

অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং

- জেন্ডারসমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মরত সকল জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নেটওয়ার্কে ব্র্যাক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে
- যেসব নারীসংগঠন নারীর প্রতি সংঘটিত শারীরিক, মানসিক সহিংসতার বিরুদ্ধে কাজ করছে, ব্র্যাক তাদের সহায়তা প্রদান করবে এবং সহিংসতা নির্মূল করতে পুরুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে
- ব্র্যাক জেন্ডারবিষয়ক দক্ষতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অংশীদারত্ব ও নেটওয়ার্ক তৈরি করবে